

শিক্ষক আন্দোলনে চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত

চবি সংবাদদাতা

শিক্ষকদের আন্দোলনে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি বিপর্যস্ত হওয়া নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে আন্দোলনে নেমেছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সার্বিক সংকেট নিরসনের জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষক সমাজের নেতৃত্ব গভ মঙ্গলবার থেকে ক্যাম্পাসে ২ দিনের কর্মবিরতির কর্মসূচী দিয়েছে। আর প্রশাসন যদি এর মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তাহলে শবৎকালীন ও পূজার বন্ধের পর বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকবৃন্দ। চবি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলে। তারা অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ডিসি প্রফেসর এ জে এম নুরুন্নাহ বরাবর স্বাক্ষরিত পত্র পেশ করেন। স্বাক্ষরিত পত্রে সুনির্দিষ্ট ৬টি অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগগুলোর মধ্যে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে সরাসরি নিয়োগ দান, প্রশাসনের অশ্রুয়ে নৈতিক অবক্ষয়, আইনকে নগ্নভাবে

পদদলিত করা, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষেত্রের মুখোমুখি করা ভবনের সংস্কারের দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য। ডিসি শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দিলেও এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় তারা এই আন্দোলনের ডাক দেন। তাই আন্দোলনের রূপ হিসেবে আগামী ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর তারা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ডাক দেন। আর প্রশাসন কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে চবি শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী জানান, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চবি প্রশাসনে দলীয়করণ, বেঞ্চচারিতাসহ নানা অনিয়মে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্দোলনরত শিক্ষকরা উক্ত স্বাক্ষরিত পত্র বিচার নিয়ে চবি শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বের মাধ্যমে দীর্ঘ আলোচনা করেন। নেতৃত্ব তাদের যৌক্তিক দাবীগুলো নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার কথা বললেও আজ পর্যন্ত আন্দোলনকারী নেতৃত্বকে কিছুই জানায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সংকেট নিরসনের জন্য সকল শিক্ষক সমাজকে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার আহ্বান জানান আন্দোলনরত নেতৃত্ব।